দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

16

# শিক্ষাঙ্গন

## এসএসসি'তে বৃত্তি পরীক্ষা

মফস্বলে অবাধ নকলের জন্য মেধাবী ছাত্ররা এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ডের স্কলারশীপ হতে বঞ্চিত হয়। আমি পাঠকদের কাছে এর একটি নজির পেশ করছি। তা হতে তাঁরা আমার উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করবেন। কোন উপজেলাস্থ কেন্দ্র হতে কোন স্কুলের ছাত্ররা বোর্ড পরীক্ষা দেয়, নিজস্ব স্কুলে বসে। পরীক্ষার খবর যখন বের হল তখন দেখা গেল যারা স্কুল টেস্ট পরীক্ষায় ৮ম, ১১তম, ও ১৬তম স্থান পেয়েছিল তাঁরাই বোর্ড পরীক্ষায় স্টারমার্ক পেয়েছে। আর যারা ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে পড়েছে ক্লাসের বিভিন্ন পরীক্ষায় ১ম হইতে ৫ম স্থান অধিকার করেছিল তারা স্টার পায়নি, অথচ নকলের আশীর্বাদে এই (স্টারিস্টরা) বোর্ডের স্কলারশীপ ভোগ করবে। পরে দেখা গেল স্টারধারী স্কলারশীপ বাজিমাৎকারীরা শহরের কোন গভঃ কলেজে ভর্তি টেস্টে টেকেনি। শুধু প্রকৃত মেধাবীরা ভর্তি হতে পেরেছে। মাঝে থেকে নকলের বদৌলতে বোর্ডের স্কলারশীপ থেকে মাহরুম হলো— এটা গভীর পরিতাপের বিষয়।

গত এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোদে ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনও মহোদয়গণ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে যে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তা দেশবাসীর মনে চির জাগরুক থাকবে।

শহরে মোটামোটি নকল নেই। লেখাপড়া হচ্ছে। গ্রামে নকল হরদম চলচে আর লেখাপড়া উঠে গেছে। গ্রামীণ প্রতিভা আজ ১৫ বছর ধরে বিনষ্ট হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্ব নিলে জানা যাবে উপজেলাস্থ ছাত্ররা মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি টেস্ট পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় খুব কমই টিকেছে। চাকুরী – ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় তেমনি অবস্থা।

এমতাবস্থায় গ্রামীণ প্রতিভাকে বাঁচাতে হলে এসএসসি পরীক্ষায় সম্ভাব্য বৃত্তি প্রাপক পরীক্ষার্থীদিগকে জেলা কেন্দ্রে শহরের ছাত্রদের সংগে একত্রে পরীক্ষা নিলে এই বিভ্রাট কাটান সম্ভাব হবে। বর্তমানে ভাল ছাত্ররা মফস্বল কেন্দ্রে নকলের দৌরাত্ম্যে সুস্থ মনে পরীক্ষা দিতে পারে না। মাস্টার সাহেবরা তাদের প্রাইভেট ছাত্রদের উৎরাণোর জন্য ভাল ছাত্রদের সংগে সীটের ব্যবস্থা করেন। ফলে, খোঁচা-খোঁচি সহ্য করে ঠিকভাবে পরীক্ষা দিতে পারে না।

এমতাবস্থায় আমার প্রস্তাব কোন স্কুলের বৃত্তি পাওয়ার যত ছাত্র থাকবে হেড মাস্টার সাহেব তাদের ফরমগুলো টেস্টের প্রাপ্ত নাম্বারসহ ভিন্ন কভারে বোর্ডের কন্ট্রোলার সাহেবের নিকট অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের যত ফিস আদিসহ পাঠাবেন। কন্ট্রোলার সাহেব সংখ্যানুসারে প্রশ্নপত্র পাঠাবেন জেলা কেন্দ্রে আর এদের পরীক্ষা হবে জেলা গভঃ কলেজে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের তত্ত্বাবধানে। কাগজ কোথায় পরীক্ষিত হবে সেটা বোর্ডের এখতিয়ার।

আশা করি, এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে একদিকে যেমন নকলের প্রবণতা অনেকটা কমে যাবে অন্যদিকে গ্রামীণ প্রতিভা বিকাশ ও যোগ্য ছাত্রদের স্কলারশীপ পাওয়া সুনিশ্চিত হবে। এ ব্যবস্থায় বোর্ডে প্রশ্নেই পরীক্ষা হবে অন্যদের মতো। তবে কেন্দ্রে ও পরীক্ষক শুধু ভিন্ন হবে মাত্রর।

ওয়ালী উল্লাহ পাটওয়ারী